

তারিখঃ ০৪-১১-২০২৩ (পৃঃ ০৪)

দেশে কেউ এখন না খেয়ে মারা যায় না

কৃষক সমাবেশে কৃষিমন্ত্রী

ধনবাড়ী (টাঙ্গাইল) উপজেলা সংবাদদাতা : বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য ও কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক এম.পি বলেছেন, কৃষি মন্ত্রী আরো বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুদূর প্রসারী চিন্তা-চেতনার কর্মপরিকল্পনার সুফলে দেশের কৃষিখাত অনেক দূর এগিয়ে গেছে। দেশে খাদ্যের অভাব-অনটন আর মজা দূর হয়ে আজ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে এবং কৃষি উপকরণও আজ সহজলভ্য হয়েছে। দেশের কেউ এখন না খেয়ে মারা যায় না। গতকাল টাঙ্গাইলের ধনবাড়ী উপজেলার মুন্সিদি মধ্যপাড়ায় খামারি অ্যাপের প্রদর্শনী প্রটের কার্যকারিতা যাচাই ও উচ্চ ফলনশীল আমন ধানের ফসল কর্তন ও কৃষক সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। তিনি আরো বলেন, কৃষি খাতকে স্মার্ট কৃষিতে রূপান্তর করার লক্ষ্যে সরকার আন্তরিকভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এ লক্ষ্যে খামারি অ্যাপের ব্যবহার দ্রুত সম্প্রসারিত করা হচ্ছে। খামারি অ্যাপ ব্যবহার করলে ধান আবাদে সারের পরিমিত ব্যবহার করা যাবে। এতে ধানের জমিতে বিঘাপ্রতি সারের খরচ এক হাজার টাকা কমানো যাবে এবং ফলনও বিঘাপ্রতি একমন বাড়বে। কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব ওয়াহিদা আক্তারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব রশ্মি আমিন তালুকদার, কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের চেয়ারম্যান শেখ মো. বখতিয়ার, বিএডিসির চেয়ারম্যান আব্দুল্লাহ সাজ্জাদ, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহা পরিচালক বাদল চন্দ্র বিশ্বাস, ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহা পরিচালক শাহজাহান কবীর, স্কার হাঙ্গপাতালের উপদেষ্টা ডা. সানোয়ার হোসেন প্রমুখ।

তারিখঃ ০৪-১১-২০২৩ (পৃঃ ০৪)

নিরীহ নেতাকর্মীকে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে না : কৃষিমন্ত্রী

টাঙ্গাইল প্রতিনিধি

বিএনপির কোনো নিরীহ নেতাকর্মীকে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে না বলে মন্তব্য করেছেন কৃষিমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক। তিনি বলেন, ‘আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ভিডিও ফুটেজ দেখে দোষীদের ও সন্ত্রাসীদের গ্রেপ্তার করেছে। কোনোক্রমেই বিএনপির কোনো শান্তিপ্রিয় নিরীহ নেতাকর্মীকে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে না। টাঙ্গাইলের কোনো উপজেলার বিএনপির একজন নেতাকর্মীকেও গ্রেপ্তার করা হয়নি।’ গতকাল শুক্রবার সকালে টাঙ্গাইলের ধনবাড়ী উপজেলার মুশুদ্দি উত্তরপাড়ায় খামারি অ্যাপের কার্যকারিতা যাচাই ও উচ্চফলনশীল জাতের ধানের কর্তন অনুষ্ঠানে মন্ত্রী এসব কথা বলেন। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বিএআরসি) এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। সহযোগিতায় ছিল কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি)। মন্ত্রী বলেন, ‘বিএনপিকে নেতৃত্বশূন্য করার জন্য ধরপাকড় করা হচ্ছে না। বিএনপি নেতারা তাদের কর্মীদের আগুন-সন্ত্রাস ও সন্ত্রাস করার জন্য প্ররোচিত করেছে, উসকানি দিচ্ছে। গ্রেপ্তার করা ছাড়া তাদের নিবৃত্ত করা যাবে না। মানুষের জানমাল, গাড়ি ও রাষ্ট্রীয় সম্পদের সুরক্ষা এবং দোকানপাট খোলা রেখে ব্যবসা-বাণিজ্য অব্যাহত রাখা সরকারের দায়িত্ব। এ লক্ষ্যেই আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কাজ করেছে।’

ধান কাটার অত্যাধুনিক যন্ত্র তৈরি করেছে ব্রি

■ সমকাল প্রতিবেদক

ধান কাটার অত্যাধুনিক যন্ত্র তৈরি করেছে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি)। ‘ব্রি হেড-ফিড কন্সট্রাক্ট হারভেস্টার’ নামের এই কৃষিযন্ত্রটি ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষকরা একই সঙ্গে ধান কাটা, মাড়াই, বাড়াই ও বস্তাবন্দি করতে পারবেন। প্রচলিত পদ্ধতির পরিবর্তে ধান সংগ্রহের ক্ষেত্রে এই যন্ত্র ব্যবহারে কৃষক ও কৃষি-উদ্যোক্তাদের সময়, শ্রম ও অর্থের সাশ্রয় হবে। হেড-ফিড হারভেস্টার দিয়ে ধান কাটলে খড়েরও কোনো ক্ষতি হবে না, খড় আস্ত থাকবে। ধানের খড় সংরক্ষণেও এ যন্ত্রটি বাড়তি সুবিধা দেবে। অত্যাধুনিক এ যন্ত্রটি উদ্ভাবনের মাধ্যমে কৃষি যন্ত্রপাতি তৈরির সক্ষমতায় আরেক ধাপ এগিয়ে গেল বাংলাদেশ।

ব্রির ‘যান্ত্রিক পদ্ধতিতে ধান চাষাবাদের লক্ষ্যে খামার যন্ত্রপাতি গবেষণা কার্যক্রম বৃদ্ধিকরণ’ প্রকল্পের আওতায় অত্যাধুনিক এ কৃষিযন্ত্রটি তৈরি করা হয়েছে। সম্প্রতি সিলেটের খাদিমনগারে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশন (বিএডিসি)



হেড
ফিড
কন্সট্রাক্ট
হারভেস্টার

কৃষিখামারে ব্রি হেড-ফিড কন্সট্রাক্ট হারভেস্টারের প্রথম প্রোটোটাইপের সফল মাঠ পরীক্ষা সম্পন্ন হয়।

দেশীয় কাঁচামাল ব্যবহার করে আলীম ইন্ডাস্ট্রিজের কারিগরি সহযোগিতায় আন্তর্জাতিক মানের এই হেড-ফিড কন্সট্রাক্ট হারভেস্টারটি প্রস্তুত করা হয়েছে। যন্ত্রটি উদ্ভাবন ও উন্নয়ন প্রকল্পের প্রধান গবেষক ছিলেন ব্রির প্রকল্প পরিচালক এবং খামার যন্ত্রপাতি ও ফলনোত্তর প্রযুক্তি বিভাগের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. এ কে এম সাইফুল ইসলাম।

ড. এ কে এম সাইফুল ইসলাম সমকালকে বলেন, এটি বাংলাদেশের জন্য অনন্য একটি অর্জন। এ ধরনের অত্যাধুনিক কৃষিযন্ত্রের জন্য এখন আর বিদেশে যেতে হবে না। কৃষিযন্ত্রটি এখন দেশের কৃষক পর্যায়ে নিতে সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা ও নীতি সহায়তা দরকার। প্রয়োজনীয় সহায়তা পেলে উদ্যোক্তারা যন্ত্রটি তৈরি করে স্বল্পমূল্যে কৃষকদের কাছে পৌঁছাতে পারবেন।

উল্লেখ্য, সরকারি প্রকল্পের আওতায় কৃষকদের

মাঝে সরবরাহের লক্ষ্যে বর্তমানে কৃষিযন্ত্রটি চীন-কোরিয়াসহ বিভিন্ন দেশ থেকে আমদানি করা হচ্ছে। একটি যন্ত্র আমদানি করতে ৪০-৪৫ লাখ টাকা খরচ হয়। অন্যদিকে ব্রি হেড

ফিড কন্সট্রাক্ট হারভেস্টারটি ২৫-৩০ লাখ টাকায় প্রস্তুত করা সম্ভব। স্থানীয়ভাবে এই যন্ত্রটি ব্যাপকভাবে তৈরি করা সম্ভব হলে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রাও সাশ্রয় হবে। তাছাড়া দেশীয় কাঁচামাল ব্যবহারে তৈরি হওয়ায় যন্ত্রটি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য খুচরা যন্ত্রাংশ পেতেও কোনো সমস্যা হবে না।

কৃষিযন্ত্রটির মাঠ পরীক্ষা অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (সম্প্রসারণ) রবীন্দ্রশ্রী বড়ুয়া, অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা) মো. মাহবুবুল হক পাটোয়ারী এবং বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. মো. শাহজাহান কবীর। উপস্থিত ছিলেন প্রকল্প পরিচালক ও এ যন্ত্রের মুখ্য গবেষক ড. এ কে এম সাইফুল ইসলাম, আলীম ইন্ডাস্ট্রিজের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আলীমুল এহসান চৌধুরী প্রমুখ।

Another epoch making innovation of BRRI

M A KASHEM

Bangladesh Rice Research Institute (BRRI) has developed another epoch making machine named 'BRRI Head-Feed Combine Harvester' which is usable in country situation. The machine has been developed by using financial support of the project titled as 'Strengthening Farm Machinery Research Activity for Mechanized Rice Cultivation (SFMRA)'. The first proto-type field testing of the newly developed machine has been done successfully in Khadimnagar, Sylhet recently. The testing was held at the agriculture farm of Bangladesh Agricultural Development Corporation (BADCO). The additional secretary (Extension) Rabindrasri Barua, additional secretary (Planning) Md Mahbubul Haque Patwary and Director General of the Bangladesh Rice Research Institute (BRRI) Dr Md Shahjahan Kabir addressed the programme through video conference. The machine has been developed maintaining international standard for the first time in the country by using locally pro-

duced raw materials and with the technical assistance provided by Alim Industries. The main researcher behind the innovation and development activities of the machine was the Chief Scientific Officer of the Farm Machinery and Post-harvest Technology Division of BRRI Dr AKM Saiful Islam. The co-researcher of the programme was Senior Scientific Officer of the same division Md Kamruzzaman Pintu and Scientific Officer Arafat Ullah Khan.

The farmers of the country will be able to do the works related to rice harvesting, threshing and packaging. The agricultural entrepreneurs of the country will be able to save their valuable time, money and labour by using this machine instead of the traditional methods. Rice straws will not be damaged if rice crop is harvested by using this machine. Straws are very useful to the farmers of our country as they feed their farm animals as their main food. That is why rice straws are especially useful to them. Dried rice straws have some special demands to some areas

where animal rearing is a commercial venture. In addition farmers use rice straws as their home shade, fuel, seed processing and fertilization activities. That is why straw preservation is another needful work in

under different government funded projects the machine is being imported from foreign countries including China and Korea to supply it to the farmers. For importing a machine from foreign country about



farm level that can be done easily by using this machine.

At present, with a target to achieve cent percent mechanization

Tk 40 -50 lacs are required whereas if the newly developed machine BRRI Head-Feed Combine Harvester is prepared locally the cost may be within Tk 25 - 30 lacs. Thus the pro-

duction cost of the machine will be far less than the import cost and there will be no problem in finding spare parts for its maintenance as it will be prepared by using locally available raw materials. Here it is also mentionable that under this project similar another machine has been developed titled as BRRI Whole Feed Combine Harvester which is already being used in different areas of the country at farm level free exhibitions.

Recently in the field level exhibitions the project director and main researcher of the machine Dr AKM Saiful Islam, the managing director of Alim Industries Alimul Ehsan Chowdhury, the production manager Mahbub Hasan, BRRI scientific officer Arafat Ullah Khan, research officer of Alim Industries limited Shamol Debnath and others were present among others. The machine was produced in the production house of Alim Industries which is a Bangabandhu Agriculture Prize winner and well known producer of Agriculture machinery. By this innovative work

a new advancement has been added at the empowerment process of agricultural machinery production ability of the country. Focusing on the importance of the machine Dr AKM Saiful Islam informed that it is going to be a epoch making contribution in mechanization process of rice production as it was a long standing requirement of the rice farmers of the country. Previously the farmers have had to depend on manual labour for harvesting rice from the field. Traditionally, it has been a time and labour consuming job. Sometimes they have to face heavy losses because of delaying in harvesting, collecting and processing of rice crop manually especially at the beginning of early monsoon. From now they will be able to avoid that kind of losses if they use the machine for rice harvesting as they will be able to collect and process their crop in the shortest possible time.

The writer is a Former Technical Editor and Head, Publications and Public Relations Division, BRRI